APR 1 0 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৬ ...

প্রশাসনে পদোন্নতি নীতিমালা সম্পর্কে পিএসসি'র মতামত নেয়া হবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত খসড়া নীতিমালা সম্পর্কে সরকারী কর্মকমিশনের (পিএসসি) মতামত নেয়া হবে। পিএসসির প্রতিবেদক মতামত গ্রহণের পর সংশোধন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। এরপর নীতিমালাটি

(১৪শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রশাসনে পদোন্নতি

(৩য় পৃঃ পর)

কল্প আকারে জারি হবে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ইতিমধ্যে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়ার উদ্দেশ্যে নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। মন্ত্রিসভা কমিটি একাধিক বৈঠক করেছে। এই নীতিমালা ছক ও আকার প্রকার পূর্বে পিএসসির মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নীতিমালায় পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা, কাজের ধরন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধার প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫৭ নম্বর কাজের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সর্বশেষ ১০ বছরের বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট (এসিআর) ২৫ নম্বর জ্যেষ্ঠতা ও ২৫ নম্বর ধরে শিক্ষাগত যোগ্যতা, উচ্চ শিক্ষা ও পদায়ন রিপোর্টের জন্য। তবে চাকরি জীবনে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে শাস্তি পেয়ে থাকলে তিনি অনুপাতিক হারে কম নম্বর পাবেন। নীতিমালা অনুযায়ী যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতির জন্য ন্যূনতম তিন বছর, উপ-সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির জন্য ক্রমান্বয়ে দু'বছর যুগ্ম-সচিব কর্মরত থাকার অতিরিক্ত অবকাশ। বর্তমানে যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে ১২০টি ও অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে প্রায় ২০টি পদ শূন্য আছে। যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে প্রায় দুশতাধিক কর্মকর্তা পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন। তাদের মধ্যে ১৯৭১ সালের ১১০ জন, ১৯৭৪ সালের ২৩ জন, ১৯৭৫ সালের ৭০ জন ও ১৯৭৯ সালের ৭৩ জন কর্মকর্তা যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতির যোগ্য। সকল অনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আগামী এক মাসের মধ্যে পদোন্নতির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।